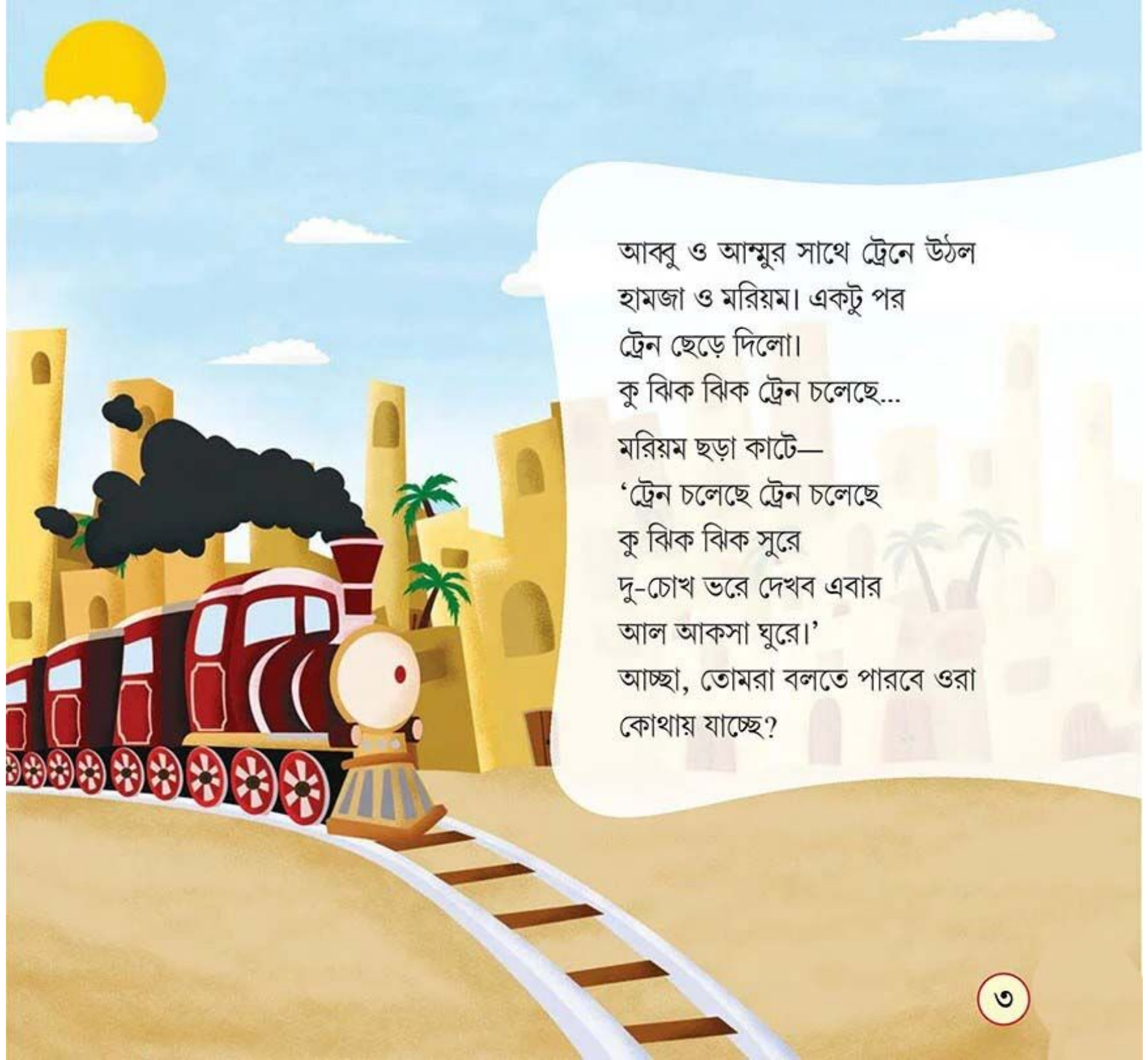


আল আকমা ভ্রমণ



কামাল আলি। ড. ওয়েন্ডি বুথ
রূপান্তর : মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম





আবু ও আম্মুর সাথে ট্রেনে উঠল
হামজা ও মরিয়ম। একটু পর
ট্রেন ছেড়ে দিলো।
কু ঝিক ঝিক ট্রেন চলেছে...
মরিয়ম ছড়া কাটে—
'ট্রেন চলেছে ট্রেন চলেছে
কু ঝিক ঝিক সুরে
দু-চোখ ভরে দেখব এবার
আল আকসা ঘুরে।'
আচ্ছা, তোমরা বলতে পারবে ওরা
কোথায় যাচ্ছে?

ঠিকই ধরেছে, ওরা ফিলিস্তিনের আল আকসা মসজিদ ভ্রমণে যাচ্ছে।

‘আচ্ছা আন্সু, আমরা চাইলে তো আল আকসা মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারি, তাই না?’
প্রশ্ন করে হামজা।

আন্সু বলল, ‘অবশ্যই পারব। ওখানে নামাজ আদায় করলে বেশি বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।’

‘তাহলে আমি আল আকসায় বেশি বেশি নামাজ আদায়
করব, ইনশাআল্লাহ।’ বলল মরিয়ম।

‘এটা হলো সেই বিখ্যাত গম্বুজ, যাকে
ডোম অব দ্য রক বলা হয়। গম্বুজটি
আল আকসা মসজিদে অবস্থিত।
সেখানে গিয়ে সব ঘুরে ঘুরে তোমাদের
দেখাব।’ বলল আব্বু।

‘মাশাআল্লাহ, কী চমৎকার গম্বুজ!
আব্বু, এই সোনালি গম্বুজটি কি
আল আকসা মসজিদ?’
হামজা জানতে চাইল।



তোমাদের একটি কথা জানিয়ে রাখি—মসজিদুল হারাম,
মসজিদে নববি ও মসজিদে আল আকসায় নামাজ আদায়
করলে অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।



মক্কার মসজিদুল হারামে একবার নামাজ আদায়
করলে এক লাখ নামাজ আদায়ের সমান।



মদিনার মসজিদে নববিতে একবার নামাজ
আদায় করলে এক হাজারবার নামাজ
আদায়ের সমান।



মসজিদে আল আকসায় একবার নামাজ আদায়
করলে পাঁচশোবার নামাজ আদায়ের সমান।

অবশেষে ট্রেন থামল...এবার নামতে হবে। প্রথমে
হামজা ও মরিয়ম ট্রেন থেকে নামল। তারপর
আবু ও আন্সু ওদের ব্যাগ নিয়ে নামল।
এখানকার আবহাওয়া বেশ গরম। সূর্যটাও ডুবুডুবু
করছে। তাই তাড়াতাড়ি হোটেলে যেতে হবে। ওরা
একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠল।

ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলেছে খপ খপা খপ খপ...
মরিয়ম ও হামজার আজ অনেক আনন্দ হচ্ছে।
ওরা খুব খুশি।

৬

খপ
খপা
খপ খপ
খপা



ওরা বেশ ক্লান্ত। ক্ষিদেও পেয়েছে। কিছু খাওয়া দরকার।
হাতমুখ ধুয়ে হোটেলে খেতে গেল ওরা। সেখানে আছে
ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যবাহী অনেক খাবার।
দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ফিলিস্তিনের খাবার বেশ সুস্বাদু।
হামজার জিভে তো পানি চলে এলো!



পরের দিন। হামজাহ, মরিয়ম ও আবু আন্সু
ঘুরতে বের হলো। তারা আল আকসা মসজিদ
ঘুরে ঘুরে দেখবে। আর আল আকসাকে খুঁজে
পাওয়া খুব সহজ।

কেন বলো তো?

কারণ, সোনালি গম্বুজ রোদের আলোয় সব
সময় চকচক করে, উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তাই
অনেক দূর থেকেও দেখা যায়।



‘দেখো দেখো এটা পবিত্র বোরাক।’ দেওয়ালে টাঙানো একটি
ফলকের দিকে আঙুল দেখিয়ে আন্সু আরও বলল, ‘আজ রাতে
বোরাক নিয়ে আমি তোমাদের একটি গল্প শোনাব।’

তখন হামজা জানতে চাইল, ‘ডোম অব দ্য রক কে বানিয়েছিলেন?’

‘খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে এটি বানিয়েছিলেন। নবিজির সাথে ফেরেশতা জিবরাইলের প্রথম দেখা হওয়ার প্রায় ১০০ বছর পর।’

হামজা এবার বলল, ‘তাহলে মসজিদ আল কিবলি কী?’

আবু বলল, ‘শোনো হামজা, এটা খুবই বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক একটি মসজিদ। আমরা এখন আল আকসার চারপাশ ঘুরে দেখব। তারপর তোমাকে সেই বিশেষ ঘটনা বলব।’

ওরা একটি একটি করে সিঁড়িতে উঠতে থাকে। সিঁড়িটি মসজিদ আল কিবলির দিকে গেছে।



অবাক ব্যাপার! বাইরে গরম থাকলেও মসজিদের ভেতরে বেশ ঠান্ডা। কারণ, এখানকার বিশেষ ইটের দেওয়াল বাইরের গরম থেকে ভেতরকে ঠান্ডা ও আরামদায়ক রাখে।



ওরা সেখানে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করল।
তারপর সবাই মসজিদের এক কোণায় বসল। এটি মুসলিমদের জন্য খুবই
বিশেষ একটি মসজিদ। তাই ওরা সেখানে কিছু সময় বসে থাকল।